সংবাদ

তারিখ ... 4 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালা চাই

কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। গত বুধবার 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন-২০০৯' শীর্ষক এক কর্মশালায় তিনি এ অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আফগানিস্তান ফেরত তালেবান যোদ্ধারা। মাদ্রাসা ছাত্রদের শেখানো হয় আল্লাহর আইনই বৈধ আইন। দেশের প্রচলিত আইন অবৈধ। তারা সংবিধান বাতিল করে কোরানের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এজন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে তথাকথিত জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য মাদ্রাসা ছাত্রদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সম্প্রতি ভোলার একটি মাদ্রাসার আড়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণের সাজসরঞ্জাম উদ্ধার করেছে র‍্যাব। এরপর থেকে কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের বিষয়টি সব মহলে জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। ভোলার মাদ্রাসাতেই জঙ্গি প্রশিক্ষণের ঘটনা প্রথম নয়। এ রকম আলামত মিলেছে বহু আগেই আরও অনেক মাদ্রাসায়। আমরা তখনই কওমি মাদ্রাসাগুলোর ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, বিষয়টি আমলেই নেয়নি। কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের বিরুদ্ধে যথাসময়ে ব্যবস্থা নিলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়তো রোখা যেত।

ধর্মশিক্ষার নামে কিছু মাদ্রাসায় গোপনে জঙ্গি প্রশিক্ষণ আজ মারাত্মক রূপ নিয়েছে। বহু মাদ্রাসা জঙ্গিদের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোর ওপর সরকারের কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণই নেই। এগুলোর বেশিরভাগই বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত হয়। এবং এই অর্থ কারা দেয়, কী উদ্দেশ্যে দেয়, কীভাবে ব্যয় করা হয় তার কোন কিছুই সরকারের জানা নেই। কওমি মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ কোন কিছুই সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানায় না। মাদ্রাসার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সেখানে কী হচ্ছে তার কিছুই সরকার জানে না। কারা কিভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, কোত্থেকে এর পরিচালনা ব্যয় সংগ্রহ করে, কোন খাতে অর্থ ব্যয় হয়, কারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, কারা প্রশিক্ষণ দেয়, মাদ্রাসাগুলোর কারিকুলামই বা কী, পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে দেশী-বিদেশী কোন মহল জড়িত,' তাদের টার্গেট কী এসবের কোনটার খোঁজই সরকার রাখেনি। এই সুযোগেই দেশের বিভিন্ন স্থানে কওমি মাদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করে জঙ্গি ঘাঁটি গড়ে ওঠে।

কওমি মাদ্রাসার আড়ালে জঙ্গি আস্তানা দেশের প্রধান সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আর বাড়তে না দিয়ে এটাকে নির্মূল করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। অথচ এ বিষয়ে কথা উঠলেই একটি বিশেষ মহল হইচই করে ওঠে। বুঝতে অসুবিধা হয় না এই হইচইয়ের উদ্দেশ্য ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। এই মহলটির কারণেই দেশে জঙ্গির উত্থান ঘটেছে। এরাই মাদ্রাসাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করে তুলেছে।

জঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাদ্রাসার আড়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণের সব পথ রহিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে কওমি মাদ্রাসাসহ দেশের সব মাদ্রাসাকে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। কওমি মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন করতে হবে। সব মাদ্রাসার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার বিরুদ্ধে কঠোর শর্ত আরোপ করতে হবে। জঙ্গিদের কোন ধরনের মদদ দেয়ার প্রমাণ মিললেই নিবন্ধন বাতিলসহ শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। এসব প্রতিষ্ঠানের অর্থের উৎস ও ব্যয়সহ সব ধরনের আর্থিক কার্যক্রম কঠোর নজরদারিতে রাখতে হবে। যেসব বিদেশী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদের সঙ্গে সব ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা প্রয়োজন। ব্যাংকসহ দেশীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গি প্রশিক্ষণে মদদ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ বিষয়ে ইতোমধ্যে যারা ধরা পড়েছে তাদের আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি এর পেছনের চক্রটিকে খুঁজে বের করে নির্মূল করতে হবে। মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করা দরকার। অপব্যাখ্যার মাধ্যমে যেন ধর্মশিক্ষা দেয়া না হয় সে ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, কওমি মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসাকেই সরকার নির্ধারিত কারিকুলাম দিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারিতে পরিচালিত হতে হবে। মাদ্রাসাগুলোর আয়ের উৎস ও ব্যয়ের হিসাব সরকার নির্ধারিত নিরীক্ষকের মাধ্যমে নিরীক্ষা করে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত জমা দিতে হবে। সব ধরনের মাদ্রাসা পরিচালনায় ও আর্থিক বিষয়ে কঠোরভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

পুরো প্রক্রিয়ায় সরকারকে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিরোধীদলগুলোর ভূমিকা হওয়া উচিত গঠনমূলক। জঙ্গি প্রশ্নে দেশকে বিপদগ্রস্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় নয়। নইলে দেশ ও জনগণকে চরম মূল্য দিতে হবে।